দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 NOV. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ......

প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্নের যৌক্তিকতা

আহমেদ নূর

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ইংরেজি প্রশ্নকাঠামোতে এখন একটি Passage আসে, যা পাঠ্যবইয়ে নেই। ২০১৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ইংরেজি প্রশ্নে দেখলাম বিশাল একটি আনসিন পেসেজ এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, পেসেজটিকে পঞ্চম শ্রেণির ইংরেজি পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত পেসেজসমূহের সমপর্যায়ের মনে করা হলেও এ পেসেজের Vocabularyগুলো কি শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে শিখতে পেরেছে? না শিখে থাকলে তারা এ পেসেজের অর্থ উদ্ধার করবে কীভাবে? এ পেসেজের বাক্যসমূহের কাঠামো কি তারা এ পর্যন্ত চর্চার সুযোগ পেয়েছে? যদি না পায়, তবে তারা এ পেসেজের ওপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবে কীভাবে?

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। একটা শিশু শৈশব থেকে বাংলা শুনতে এবং বাংলায় কথা বলতেই অভ্যস্থ হয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত একটা শিশু বাংলা ভাষায় রচিত পাঁচ-পাঁচটি বইয়ের বিপরীতে একটিমাত্র ইংরেজি বই অধ্যয়নের সুযোগ পায়। আমাদের শ্রেণিকক্ষের ভাষাও কিন্তু ইংরেজি নয়। তবু বাংলার মতোই ইংরেজিতেও পাঠ্যবইবহির্ভূত বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করাটা কতোটা যৌক্তিক?

পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্ন করলে করা যেতে পারে গণিতে। পাঠ্যবইয়ের একটা অঙ্কের সংখ্যা পরিবর্তন করে প্রশ্ন করা যেতে পারে। তাহলে বোঝা যাবে এরকম অন্য একটা সমস্যার সমাধান সে করতে পারে কি না। কিন্তু এরকম প্রশ্ন না করে বরং 'যোগ্যতাভিত্তিক' নাম দিয়ে পাঠ্যবইয়ের একটা সমস্যাকে ভেঙে সমস্যাটির চারটি শাখা বের করা হয়। বড়ই অদ্ভুত ধারণা। মাঝে মাঝে ভাবি, যারা এভাবে একটি অঙ্ককে চার বা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন তৈরির অভিনব নিয়মটি প্রবর্তন করলেন, শৈশবে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে কোনো অঙ্কই কি শিখতে পারেননি? অঙ্ক নিয়ে এত নিরীক্ষার কী প্রয়োজন? ঐকিক নিয়মের একটি অংক পাঠ্যবইয়ে যেভাবে আছে, একইভাবে পরীক্ষায় প্রশ্ন করে কি শিক্ষার্থীদের ঐকিক নিয়মের জ্ঞান যাচাই করা সম্ভব নয়? এত শাখা-প্রশাখা বের করে শিশু শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার কী প্রয়োজন? বড়জোর কোনো অংকের সংখ্যা বা প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করেই অঙ্কের যোগ্যতা মূল্যায়ন করা যায়।

কিন্তু প্রাথমিকের ইংরেজি বা বাংলায় পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্ন করাটা কোনোক্রমেই সঙ্গত নয়। শিক্ষাজীবনের শেষ শ্রেণিসমূহে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তরে এমন প্রশ্ন করা যেতে পারে। কারণ সে পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভাষা সম্পর্কে কিছুটা পারদর্শিতা অর্জন করে। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আমাদের প্রাথমিকের তৃতীয় শ্রেণির বাংলায় পাঠ্যবইবহির্ভূত প্রশ্ন করা হলেও স্নাতকের বাংলায় এখনো পাঠ্যবইবহির্ভূত কোনো প্রশ্নই করা হয় না, এমনকী পাঠ্যবই থেকেও যোগ্যতাভিত্তিক কোনো প্রশ্ন করা হয় না, সবই সেই প্রাগৈতিহাসিক মুখস্থ বিদ্যা! এর একটা অর্থ কিন্তু এটা যে, আমাদের স্নাতকের শিক্ষার্থীদের চেয়ে তৃতীয়শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাংলায় ভালোই দক্ষ!

লক্ষ্মীপুর